ষড়লিপির অষ্টকথন

ষড়লিপির অষ্টকথন

সম্পাদনা পর্ষদ

মো. জেনিফ জাফর রাজভী

রাহাত জামিল

আশিকউর রহমান তমাল

জাহান আরা

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক : রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : **সম্পাদনা পর্ষদ**

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

Shorolipir Oshtokathon Edited by **Md. Zanif Zafar Rajvi, Rahat Jamil, Ashikur Rahman Tomal, Jahan Ara**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021
Price : 400.00
US $ 25
ISBN 978 984 95130 2 5

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

’০৬–’০৮-এর সেসব বন্ধুদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে,
যাদের আমরা হারিয়েছি

প্রসঙ্গ কথা

আমাদের রোজকার জীবনযাপনের এক অন্যতম অনুষঙ্গ বলা যেতে পারে ফেসবুক। আর সেই ফেসবুকে গত প্রায় তিন বছর ধরে একটু একটু করে বিশাল এক সামষ্টিক অবস্থান তৈরি হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক ব্যাচমেটের। একত্রে যার নাম "SSC'06 & HSC'08 Students of Bangladesh"। স্কুল-কলেজের পর আবার সেই হারানো বন্ধুত্বকে উপভোগ করার এমন সুযোগ কেউ হয়তো মিস করতে চায় না বা চাইবে না।

তবে বাঁধভাঙা উল্লাসের মাত্রা ছাপিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক দায়বন্ধনের জায়গা থেকে করা ভাবনার বহিঃপ্রকাশে এক আড্ডায় একদিন সিদ্ধান্ত হয়, আমাদের নিজেদের সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুদের উৎসাহিত করার অভিপ্রায়ে এবং একুশের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধকরণে একটি বই প্রকাশের। যার নাম দেওয়া হয় **'ষড়লিপির অষ্টকথন'**।

আর এক কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, এই দুঃসাহসিক ভাবনার পালে হাওয়া দিয়ে যিনি আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, তিনি হলেন অনিন্দ্য প্রকাশের সম্মানিত স্বত্বাধিকারী মোঃ আফজাল হোসেন ভাই। গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতার মেলবন্ধন করার এই প্রচেষ্টায় মানুষটি আমাদেরকে সমর্থন না জোগালে আসলে কিছুই করা হয়ে উঠত না।

তারুণ্যের জয়গানে পারস্পরিক বুদ্ধিবৃত্তিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে, মননশীলতার অন্যতম বাহন সাহিত্যে নিজেদের পদচারণার বাণীবদ্ধ কথামালার নাম আমরা তাই দিয়েছি **'ষড়লিপির অষ্টকথন'**।

প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে আমাদের এই কর্মযজ্ঞের সকল ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করছি। সেইসাথে যে-কোনো পরামর্শ, ভালোমন্দ লাগা, বই লেখাসংক্রান্ত যে-কোনো কথা সাদরে কাম্য।

—সম্পাদনা পর্ষদ

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

ভিশন ২০২১; ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন; বা রূপকল্প ২০৪১। শব্দগুলো এখন প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয়। এর অন্যতম কারণ, অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে বাংলাদেশের। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতিসংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) ২০১৮ সালের ১৫ই মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে প্রায় সাড়ে তিনগুণ, বেড়েছে ক্রয়ক্ষমতা। জীবনযাত্রার মান বেড়েছে আগের তুলনায় বহুগুণ।

অর্থনীতির এই যে ফুলেফেঁপে ওঠা, তার নিরিখেই বাংলাদেশ চমকে দিচ্ছে বিশ্বকে। নানা দেশের এ এক অনুকরণীয় মডেল। বিশ্ব নেতারাও উচ্ছ্বসিত বাংলাদেশের অব্যাহত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে। এটা কীভাবে সম্ভব হলো অবাক বিস্ময়! অর্থনীতি তো আর ম্যাজিক নয়। জাদুদণ্ডের পরশে যার ভোল পালটানো যায় না। অনেক কষ্টে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠা। পিছলে পড়লে ফের উত্তরণের সংকল্প।

ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে মানুষের জীবন হয়েছে আরামপ্রদ ও ব্যস্তময়। বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রা ছড়িয়ে পড়ছে গোটা বিশ্বব্যাপী। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একে 'উন্নয়নের মডেল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশের অর্থনীতির উদীয়মান এই অগ্রযাত্রাকে 'স্টার অব ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট' বলছেন বিশ্বের অনেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও।

এই যে, ৫৬ হাজার বর্গমাইল নিয়ে এক সময়ে যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, তলাবিহীন ঝুড়ির কটাক্ষ, তা থেকে উদীয়মান অর্থনীতির তারকা হিসেবে খ্যাতি। সত্যি, মনের গহিনে ডেকে যায় আনন্দের বান। পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে বাংলাদেশকে টেনে সামনে নেওয়ার যে দুঃসাধ্য অভিযাত্রা, তার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু-তনয়া শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতির উপমাগুলো এমনি এমনি রাজনৈতিক বক্তৃতার রাশিমালায়

গ্রথিত হয়নি। পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া যুক্ত হয়নি সরকারি প্রেস নোটে, কিংবা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাবনায়। শব্দগুলোর মূলভিত্তি রচিত হয়েছিল, একাত্তরে বা তারও আগে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থেকে। সেই সময়ে রোপিত বীজের পরিস্ফুটন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, সংশোধন আর পরিচর্যার পরে আজকের অবস্থান।

রাজনৈতিক অস্থিরতা আর নেতাদের দায়িত্বহীনতায় তিনি বুঝতে সক্ষম হন, বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে দলীয় সিদ্ধান্ত কিংবা নেতাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করা ঠিক হবে না।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনি প্রচারে গ্রামে গেছেন বঙ্গবন্ধু। সে-সময় প্রত্যন্ত এক গ্রামের এক বৃদ্ধা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। "আমি যে গ্রামেই যেতাম, জনসাধারণ শুধু আমাকে ভোট দেওয়ার ওয়াদা করতেন না, আমাকে বসিয়ে পানদানে পান এবং কিছু টাকা আমার সামনে নজরানা হিসেবে হাজির করতেন। না নিলে রাগ করতেন। আমার মনে আছে, খুবই গরিব এক বৃদ্ধ মহিলা কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, শুনেছে এই পথে আমি যাব, আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বলল, 'বাবা, আমার এই কুঁড়েঘরে তোমায় একটু বসতে হবে।' আমি তার হাত ধরেই তার বাড়িতে যাই। অনেক লোক আমার সঙ্গে, আমাকে একটা পাটি বিছিয়ে বসতে দিয়ে এক বাটি দুধ, একটা পান ও চার আনা পয়সা এনে আমার সামনে ধরে বলল, 'খাও বাবা, আর পয়সা কয়টা তুমি নেও, আমার তো কিছুই নাই।' আমার চোখে পানি এলো। সেই দিনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মানুষেরে ধোঁকা আমি দিতে পারব না।"

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এটাই ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির নীতি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রস্তুতির শেষ পর্যায় তখন। ১২ই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনায় নতুন এক মাত্রা যোগ করে। একদিকে যেমন তিনি বুঝতে পারলেন, দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বাঙালি কতটা অসহায়, পাকিস্তান সরকার কতটা নির্বিকার, অন্যদিকে অনুভব করলেন, গরিব-দুঃখী মানুষগুলোর কী কষ্ট। তাই তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য চাই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার কিছু অংশ তিনি প্রকাশ করলেন, ১৯৭০ সালের শেষ দিকে, পাকিস্তান

টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, তার প্রাক-নির্বাচনি ভাষণে। সেদিনের ভাষণে তিনি এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন, যার সঙ্গে গণমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সরাসরি যোগ ছিল। তিনি শুরুতেই একচেটিয়াবাদ ও কার্টেলের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন। বললেন, ভূমিসংস্কার না-করার ফলে দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা দিনদিন আরও খারাপ হচ্ছে। ৯০ লাখ শ্রমজীবী মানুষ বেকার। পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেন অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ এক চিত্র। গ্রামাঞ্চলে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থার কথা জানালেন। আর বললেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে তিনি কী কী করবেন। বৈষম্য দূর করবেন। সমবায় সমিতি গড়ে তুলবেন। শিল্পের প্রসারে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে গুরুত্ব দিবেন। কৃষিব্যবস্থা সংস্কার করবেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দিবেন। গ্রামে গ্রামে বিজলি বাতি দিবেন। পুঁজি বিনিয়োগ করবেন শিক্ষা খাতে। নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করবেন। প্রতি ইউনিয়নে পল্লি চিকিৎসাকেন্দ্র খুলবেন। অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সবকিছুর পুনর্বিন্যাস করবেন। নয়া মজুরি কাঠামো তৈরি করবেন। জনগণের সরকার কায়েম করবেন।

’৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তার দল স্মরণকালের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়। জাতীয় পরিষদের বৈঠক বাতিল করা হয়। তীব্র প্রতিবাদে গর্জে ওঠে সমগ্র বাঙালি জাতি। বঙ্গবন্ধু জনতার ক্রোধ ও স্বাধিকারের প্রত্যয়কে ধারণ করে জাতিকে স্বাধীনতার সংগ্রামের পথে এগিয়ে নেন। ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। ‘তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো’। সে ভাষণ ছিল সংগ্রামের প্রারম্ভিকা। ছিল মুক্তির সূচনা। জনযুদ্ধের নির্দেশক এ ভাষণ একটি জাতির উন্মুখ চেতনাকে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল।

আর সেই মহান জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকীতে এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির এই গৌরবোজ্জ্বল সময়ে এসএসসি’০৬ এন্ড এইচএসসি’০৮ স্টুডেন্টস অব বাংলাদেশের উদ্যোগে প্রকাশিত বই **‘ষড়লিপির অষ্টকথন’**-এর এই কর্মযজ্ঞকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং এর সাথে জড়িত সকলের প্রতি জানাই শুভেচ্ছা।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন
মাননীয় মন্ত্রী
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছাকথন

এই মহাবিশ্বে সৃষ্টিকর্তা এবং সময় ছাড়া কোনো কিছুই অবিনশ্বর নয়। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে ক্ষমতা এবং বিবেকবুদ্ধি দান করেছেন। সৃষ্টির সেরা হিসেবে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে শুধু ক্ষমতা আর বুদ্ধি থাকলেই কি সৃষ্টির সেরা হওয়া যায়? সময়ের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতা আর বুদ্ধি দিয়ে হয়তো দুদিনের জন্য প্রতাপশালী হওয়া যায়। কিন্তু সময়ের বুকে অবিনশ্বর হতে চাইলে প্রয়োজন অদম্য ইচ্ছাশক্তির। যেটার প্রয়োগ ঘটিয়ে মানুষ ভালো এবং মন্দ হিসেবে সময়ের প্রবহমান ধারায় কৃতকর্মের পেরেক ঢুকিয়ে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, যুগ থেকে যুগান্তর। আমি আশা করি আপনাদের সকলের মাঝে সেই ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। প্রয়োজন শুধু সঠিক প্রয়োগের। আর এতে বিজয় শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, সারা দেশের ২০০৬ সালের এসএসসি ও ২০০৮ সালের এইচএসসি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা সামজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে নানা সামাজিক ও মানবিক কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের উন্নয়নে যুবশক্তির শুভচিন্তা ও সদিচ্ছার অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি প্রত্যাশা করি, আপনাদের মধ্যে সেই শুভচিন্তা আর সদিচ্ছার স্ফুরণ ঘটুক। আলোকিত হোক বাংলাদেশ। এসএসসি'০৬ এন্ড এইচএসসি'০৮ স্টুডেন্টস অব বাংলাদেশ প্রকাশিত **'ষড়লিপির অষ্টকথন'** বই প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের প্রতি আমার শুভকামনা ও ভালোবাসা রইল।

মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা
মাননীয় সংসদ সদস্য
নড়াইল-২

শুভেচ্ছাকথন

'তোমার যদি একজন ভালো বন্ধু থাকে তাহলে তোমার কোনো আয়নার প্রয়োজন নেই।' বন্ধুত্ব নিয়ে এক দার্শনিকের বিখ্যাত উক্তি। 'বন্ধুত্ব হোক সীমানা ছাড়িয়ে' শিরোনামে লক্ষাধিক তরুণ একসাথে হয়েছে ফেসবুকের কল্যাণে। আমার তো মনে হচ্ছে আমরা লক্ষাধিক আয়না হারাতে যাচ্ছি। মন্দ কি এই বৈরী পৃথিবীতে এখন যত বেশি বন্ধুত্ব হবে, পৃথিবীর জন্য ততই মঙ্গল। আমি তরুণদের এই অভিনব আয়োজনকে সাধুবাদ জানাচ্ছি!

আহসান হাবীব
কার্টুনিস্ট

শুভেচ্ছাকথন

এ যুগে ‘বন্ধন’-এর রূপ ও রূপান্তর অনেক প্রলম্বিত হয়েছে। অনেক দূরে থেকেও যে কাছে থাকা যায়, প্রযুক্তি সে সুযোগটি করে দিয়েছে। এবার ইচ্ছেটি হলো গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ পাশাপাশি বাস করেও ‘বন্ধন’-এ না-জড়াতে পারে, আবার দূরদেশে শারীরিক অবস্থান হলেও ‘বন্ধন’ সুদৃঢ় হতে পারে। এই বন্ধন রচনাই ‘সাহিত্য’। সাহিত্য কথাটি এসেছে ‘সহিত’ শব্দ থেকে। ‘সহিত’ হলো ‘সঙ্গ’। আর ‘বন্ধন’ থেকেই হয় ‘বন্ধু’। আজকের পৃথিবীতে এই সঙ্গ আর বন্ধুত্ব পরিধি বিস্তার করেছে। “SSC'06 & HSC'08 Students of Bangladesh” নামে যে অভিযাত্রা আরম্ভ করেছেন কিছু মানুষ, যাঁরা ভাবতে চান একদিন তাঁরা তরুণ ছিলেন, বয়স ছিল ষোলো থেকে আঠারো বছর। নিশ্চয়ই আজ তাঁরা সমাজের নানা প্রান্তে প্রতিষ্ঠিতজন, কিন্তু মনের প্রান্তে তাঁরা এখনো চিরসবুজ। তাই কোনো সন্ধ্যায় একসঙ্গে দেখা হলে তাঁদের ভাষা বদলে যায়, দেহভাষাও পোশাকি রূপ ছেড়ে আটপৌরে হয়ে ওঠে। তাঁরা কত কি না করতে চান সমাজের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য! কিন্তু নিজেদের জন্য থাকে শুধু আবেগ আর থাকে নিজেরই ভাষার বাহন। সেই আবেগকে অবলম্বন করে আর ভাষার বাহনে চড়ে তাঁরা অতিক্রম করতে চান জটিল সব সীমানাকে। **‘ষড়লিপির অষ্টকথন’** তারই প্রকাশ। এখানে তাঁদের নিজেদেরই কথা থাকবে নিজেদের মতো করে। আমি প্রকাশনার এই আয়োজনকে সমাদর করি। তাঁরা ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভার্চুয়াল আড্ডায় মিলিত হয়েছেন। কিন্তু এবার মনের কথাগুলোকে গুছিয়ে উপস্থাপনের পালা। আমি আশা করব, **‘ষড়লিপির অষ্টকথন’** এরপরও প্রকাশ পাবে এবং তা একটি নিয়মিত প্রকাশনায় রূপ নেবে। আমি এই সংগঠনের প্রতিটি সভ্যকে ধন্যবাদ দিই এবং বলি : আপনাদের এই উদ্যোগের প্রতি রইল আমার শুভকামনা।

ড. সৌমিত্র শেখর
নজরুল-অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ষড়লিপির অষ্টকথন

গল্প	উইটনেস বক্স	অ্যাড. নাজমুল হাসান	১৯
	এবং অতঃপর	ইসমত জাহান দোলা	২৯
	কাকাতুয়ার ছানা দুটি	শুক্লা সৃজন সরকার	৩৬
	মেঘে ঢাকা মন	রিজভী আহমেদ	৪০
	অমীমাংসিত শিহরন	অলি উল্লাহ চৌধুরী	৪৪
	কিপটে বাবা	শিখা আক্তার	৫৪
	হাত বাড়িয়ে দাও	রিজা আমীন	৫৮
	সুলেখার সংসার	অঞ্জনা চৌধুরী	৬৭
	কোথাও কেউ নেই	মো. জেনিফ জাফর রাজভী	৭০
	পরাজিতা অপরাজেয়	মাহমুদা মজুমদার	৭৭
	এক ‘জয়িতার’ গল্প	জাহান আরা	৮২
	ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট	রূপম আহমেদ মইন	৮৪
	কাছে আসার গল্প	নিপা মোনালিসা	৮৬
	বেওয়ারিশ	নোমান রাসেল	৯০
	বীণার বাঁশি	মাসুম রহমান	৯৩
	মায়াবী নদী	মাহবুবা মোনা	৯৬
	ভালোবাসা ও ভালো থাকার গল্প	রিয়াদুল করিম জুয়েল	৯৯
	শিউলি ফুলের সুবাস	শাহাদত শিশির	১০৩

প্রবন্ধ	বাঙালির সংস্কৃতিতে সংগীতশিল্পের গুরুত্ব	নিফালাত রহমান অন্নি	১০৭
	সুলি প্রুদোম : গণিতের শিক্ষার্থী, সাহিত্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী	মীর আন্-নাজমুস সাকিব	১০৯
	শিক্ষা ও মূল্যবোধ	রোমান চৌধুরী	১১২
	পুরুষ তুমি এক	রনি সরকার	১১৪
	গ্রিক মিথ	অঞ্জন সরকার	১১৬
	স্বাস্থ্য সচেতনতায় করণীয় কী	ডা. মো. রায়হান উদ্দিন	১২৫
	তারুণ্যময় ফিটনেসের কৌশল	তামান্না তিলক	১৩০
	ছোটোবেলার খেলাধুলা	আশিকউর রহমান তমাল	১৩২
	খ্যাতিমানদের রস-রসিকতা	রাহাত জামিল	১৪১
	নবজাতক ও শিশুর ইমারজেন্সি চিকিৎসা প্রয়োজন কখন	ডা. সাদিয়া সুলতানা (সিফাত)	১৫২
	নাবালক সন্তানের হেফাজতকারী বা হিজানাত বিষয়ক আইন ও অধিকার	অ্যাডভোকেট সৈয়দ রিয়াজ মোহাম্মদ বায়েজিদ	১৫৪
	সামাজিক যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব	রিপন কতু	১৫৭
	আইন ও জীবনব্যবস্থা	অ্যাড. ফারহানা হক	১৫৯
	জীবনের গল্প এত ছোটো নয়তো	খালিদ হাসান মিলু	১৬৭
	দাঁত এবং মুখের নানাবিধ সমস্যা ও তার প্রতিকার	ডা. মো. এনামুল হক	১৬৯
	উত্তর ভারতের হিমালয়	সারাফাত রাজু	১৭১
	টাকাই সর্বেসর্বা	মো. এনায়েত উল্লাহ অনিক	১৭৫
কবিতা	একদিন হঠাৎ করেই বদলে যাব	নৌমী নূয়েরী	১৭৭
	ধুলোমাখা কলমদানি	রাজেশ রঞ্জন সরকার	১৭৯
	সময় পরিভ্রমণ	মাহাদী হাসান মেধা	১৮০
	মধ্যবিত্ত	সুমন আহমেদ	১৮১
	অতৃপ্ত ভালোবাসা	এ্যানি হালদার	১৮২
	মা	তাহরিমা তহুরা	১৮৩
	স্পর্শের পাপ	দুর্লভ কান্তি পাল	১৮৪
	কোভিড নাইন্টিন	এম এ কাদের	১৮৫
	নীলাঞ্জনা	কবি মো. ইকবাল	১৮৬
	অতৃপ্ত ভালোবাসা	উম্মে সালমা তামান্না	১৮৭
	তোমারই জন্য	মো. রনি	১৮৮
	বন্ধুত্বের বন্ধন	তাছলিমা সুলতানা মিমি	১৮৯
	ইতি	অন্তরা সরকার	১৯০
	পথশিশু	কে এম মিঠুন	১৯১
	ভালোবাসার খুনশুটি	খাদিজা আক্তার শিরিন	১৯২
	মাশরাফী দা রয়েল বেঙ্গল টাইগার	ফারুকী গালিব	১৯৩
	দুঃখ	এস কে আব্দুল্লাহ	১৯৪
	শিশির হবো	নিলুফা আক্তার লিমা	১৯৫
	গ্রামের বাড়ি সখীপুরে	গোলাম রব্বানী রতন	১৯৬
	ভাবতেই অবাক লাগে	মো. রাশেদ ইব্রাহীম রাফা	১৯৭
	মুক্তি	মাধুকরী পথিক	১৯৮
	যেদিন গেছে আমাদের	রহমান জিল্লুর	১৯৯
	জীবনযুদ্ধ	ই ইউ এম বিপ্লব	২০০
	আশার আলো	হায়াত মাহমুদ	২০১
	শেখ হাসিনা	মো. তারেক আজিজ মুন্না	২০২
	স্বপ্ন	রিপন কুমার ঘোষ	২০৩

	তোমরা চিরস্মরণীয়, চির অম□ান	নূর আলী	২০৪
	অভিলাষ	সাইফুদ্দিন সাইফ	২০৫
	রণচণ্ডী	জয়ন্তী রানী শর্ম্মা জয়া	২০৬
	প্রিয়তমা	শরিফ মাহমুদ	২০৭